আবহাওয়া

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

BANGLADARSHAN.COM

॥আবহাওয়া॥

সেকালের আবহাওয়া একালে বদলে গেছে; এখনকার মানুষই যেন অন্য রকম হয়ে জন্মাচ্ছে। সে মজলিস নেই, মজলিসী লোকও নেই। কিন্তু সেকালে আমাদের কী ছিল? এই বাড়িতেই দেখেছি, যখন যেখানে যেমনটি প্রয়োজন ঠিক তেমনটি পাওয়া যেত; সব যেন আগে থেকে তৈরি হয়ে আছে। বৈজ্ঞানিক হিসাবের সংকীর্ণতায় প্রাণবস্তুর কাটছাঁট তখনো শুরু হয় নি। নানা প্রয়োজন এবং বাহুল্যের সরবরাহ করে মজলিসকে বাঁচিয়ে রাখা যাদের কাজ ছিল, সেই চাকর-বাকররাও ছিল তেমনিই, মজলিসের রস তাদেরও ছুঁয়ে যেত। আজকাল মজলিস নাম দেয় বটে, কিন্তু তাতে মজলিসত্ব কিছু নেই, তফাত বুঝতে পারি না—আনন্দসভায় আর শোকসভায়; সেই সভাপতি, সেই উদ্‌বোধন সংগীত, সেই বক্তৃতা, সেই সমাপ্তি সংগীত। সবই আছে, মজলিসের প্রাণটুকুই শুধু নেই।

সেকালের বৈঠকেরও এই দুর্গতি হয়েছে। সে আমলে এই মজলিস আর বৈঠক ছিল সত্যি জীবন্ত, আমরাও তার শেষ রেশটুকু দেখেছি। ও-বাড়িতে বসত বড়ো জ্যাঠামশাইদের বৈঠক সকালে; বাবামশাই, বড়ো জ্যাঠামশাই সবাই বসতেন দক্ষিণের বারান্দায়। বড়ো জ্যাঠামশাই 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখেছেন, তাই নিয়ে অবরিত চলছে সাহিত্য আলোচনা; দার্শনিকেরা আসতেন, পণ্ডিতেরা আসতেন, নিজের নিজের সটকা নিয়ে আসর জমিয়ে সবাই বসতেন; অবাধে বসত সাহিত্যের হাওয়া। ছেলেবেলায় উঁকিঝুঁকি মেরে আমিও দেখেছি এই বৈঠকের চেহারা।

BANGLADARSHAN.COM

সন্ধেয় বসত জ্যোতিকাকামশাইদের বৈঠক। এ বৈঠকের চেহারা ছিল আর-এক রকম; সেখানে আসতেন তারক পালিত, ছোটো অক্ষয়বাবু, কবি বিহারীলাল। রবিকা বয়সে ছোটো হলেও এই বৈঠকেই যোগ দিতেন। এখানে মেয়েদেরও প্রবেশাধিকার ছিল। নতুন কাকীমা অর্থাৎ জ্যোতিকার স্ত্রী ছিলেন এই বৈঠকের কর্ত্রী। এখানে চলত গান, বাজনা, কবিতার পর কবিতা পাঠ।

এ-বাড়িতে বাবামশাইয়ের ছিল আলাদা বৈঠক, এখানে পাড়া-পড়শীরা এসে বসত, তামাক, গান-বাজনা, খোশগল্প চলত; অক্ষয় মজুমদার টপ্পা গাইতেন; অম্বুরী তামাকের গন্ধে আসর মাত হয়ে থাকত। সেখানে আমাদের প্রবেশিধার ছিল না।

সে-যুগের তিন রকম মজলিসের ছবি দিলুম। এই আবহাওয়ার মধ্যে রবিকা বড়ো হয়েছেন। তখন সব দিকে সামঞ্জস্য বজায় ছিল, শিল্প সাহিত্য গানের অফুরন্ত বিকাশের মধ্যে তিনি মানুষ। সে যুগে এমন বিদ্বজ্জন সমাগম আর কোথাও হত না। বঙ্কিমবাবু আসতেন। মনে আছে, একবার রবিকার 'কাল-মৃগয়া' নাটকটি আগাগোড়া গান গেয়ে তাঁকে শোনানো হয়েছিল। আবছা মনে পড়ছে আমাদের উপর ভার ছিল ফুলদানি সাজাবার। সহবৎদুরন্ত ভালো কাপড় জামা পরে হাজির হবার হুকুম হল আমাদের উপর। একালের মতো এলোমেলো আগোছালো ভাবে ছেলেরা যেখানে সেখান যেতে পারত না। এই জীবনযাত্রার মধ্যে যিনি মানুষ

তিনি যে সকলবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রতি নিষ্ঠা দেখাবেন, সে আর বিচিত্র কী। আমাদের এই বাড়ির জীবনযাত্রা পুরাতন চালে অনেক দিন হয়েছিল। আমাদের আমলেও এর জের ছিল কিছু। তারপর আস্তে আস্তে আজকালকার ক্লাবের সৃষ্টি হল, পুরাতন চাল বিদায় নিলে।

যেমন বাইরে, অন্দরমহলেও তেমনই দেখেছি গুরুজনের সম্পর্কে সমীহ করে চলার রেওয়াজ; খাওয়া-দাওয়া তাঁদেরও একটু বেচাল হওয়ার জো ছিল না।

একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে, অরুদা একবার চা-বাগান থেকে ফিরে এলেন, একেবারে পুরোদস্তুর—কোট-প্যাণ্ট হ্যাট টাই, কুলী খাটিয়ে মেজাজও হয়েছে সাহেবী। ইংরেজি ফ্যাশন-দুরস্ত সাজ পরে তিনি একদিন বাইরে বেরুচ্ছেন, দেউড়ির বাইরে এসেছেন, উপরের বারান্দা থেকে বড়ো জ্যাঠামশাইয়ের নজরে পড়ে গেলেন। অমনই শুরু হল হাঁকডাক। জ্যাঠামশাই উপর থেকেই বললেন, অরু, এই অভব্য বেশে তুমি চলেছ রাস্তায়? একটা বিপর্যয় ব্যাপার ঘটে গেল। চাকর ছুটল, দরোয়ান ছুটল, অরুদার আর পাত্তাই পাওয়া গেল না। সাজ-পোশাকের দস্তুর তখন মেনে চলতেই হত—এক ছাঁটে বেরুনো বারণ ছিল। বে-আইনী পোশাকে ছোটো ছেলেদেরও কাউকে যদি সদরে দেখা যেত, অমনই তলব পড়ত চাকরদের, কঠিন শাস্তি পেতে হত তাদের। আজ আর আমার কিছু বলবার নেই। আমি লুঙি পরে বসে আছি, আমাদের ছেলেরা হ্যাটকোট পরছে।

BANGLADARSHAN.COM

যা বলছিলুম। ইদানীং দেখছি, সব তফাত হয়ে গেছে। ছোটোখাটো স্মৃতি-সভা, টাউন হলের সভা, গান-বাজনার আসর সবই যেন এক রকম। বিয়ের বাসর আর মৃত্যু-বাসর সবই এক। এগুলো আমাদের বড়ো চোখে লাগে। রবিকাকে একবার বলেছিলুম, রবিকা, একটা ব্যবস্থা করো দেখি, এ রকম তো আর দেখতে পারি নে। সব অনুষ্ঠানগুলো তালগোল পাকিয়ে এক হয়ে গেল। তিনি জবাব দিলেন না, চোখ বুজে রইলেন। রবিকা এই যে ঋতুতে ঋতুতে উৎসব করতেন, তাঁর মনের মধ্যে ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ঠিক রূপটি ধরা পড়ত। শান্তিনিকেতনে যে-সব অনুষ্ঠান হত, তার সমস্ত আয়োজন তাঁর ব্যবস্থামত হত। কার পর কী হবে, কোথায় কী থাকবে, কে কোথায় বসবে, আগে থাকতে সব ছঁকে দিতেন। একবার কলকাতাতে তাঁর জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির শিল্পীরা ওঁকে সংবর্ধনা করেছিল। উৎসবের একটা ভালো রকম ব্যবস্থার জন্যে আমি ওঁকেই গিয়ে ধরলুম। সমস্ত অনুষ্ঠানের এমন-একটা রূপ দিয়ে দিলেন যে, বিস্মিত হতে হল। এই আমাকেই চেলীর জোড় পরিয়ে ক্ষিতিমোহনবাবুর বাছাই করা বৈদিকমন্ত্র পড়িয়ে তবে ছাড়লেন। আমি নিজে শিল্পী হয়ে তাঁর শিল্প ও সুষমা-বোধের পরিচয় পেয়ে অবাক না হয়ে পারলুম না। এখন বুঝতে পারি, এই-সব অনুষ্ঠান ঠিক ঠিক করবার জন্যে কর্তার যে শক্তি দরকার, তা তাঁর মধ্যে ছিল। তাঁর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে সে শক্তিও বিদায় নিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে অনুষ্ঠান জিনিসটাও বিদায় নেবে।

রবিকা কোনো জিনিস এলোমেলো আগোছালো ভাবে হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না—এই শিক্ষা তিনি পুরনো যুগের আবহাওয়া থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কোনো অনুষ্ঠানে পান থেকে চুন খসবার জো ছিল না। সব ঠিক ঠিক হতেই হত।

রবিকার সঙ্গে সঙ্গে এই-সব অনুষ্ঠান, পুরানো যুগের সব স্মৃতি বিদায় নিলে। রবিকা বলতেন, 'দেখ, আমরা চলতে বলতে একভাবে শিখেছিলুম, তাই এ যুগের লোকের সঙ্গে আর তাল মেলাতে পারি নে।' তিনি মুখে এ কথা বললেও নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল এবং তাঁর জীবনে তাল না মেলবার দুঃখ তাঁকে পেতে হয় নি। পুরানো আনুষ্ঠানিক আবহাওয়া তিনি যথাযথ বজায় রেখেছিলেন তাঁর সব অনুষ্ঠানের মধ্যে। নিজের জোরে নতুনের সঙ্গে পুরাতনকে মিলিয়ে নিয়েছিলেন।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM